কালের কণ্ঠ

তারিখ ...10 NOV 2015...
পৃষ্ঠা ...১৭... কলাম ...৪...

তুরস্কে চার লাখ সিরীয় উদ্বাস্তু শিশু স্কুলে যায় না

কালের কণ্ঠ ডেস্ক ▷

তুরস্কে অবস্থান করা চার লাখেরও বেশি সিরীয় উদ্বাস্তু শিশু স্কুলে যাচ্ছে না। মূলত আর্থিক সংকটের কারণেই পড়ালেখা বন্ধ রয়েছে তাদের। এ পরিস্থিতিতে ইউরোপমুখী উদ্বাস্তু স্রোত আরো বাড়বে বলে মনে করা হচ্ছে। নিউ ইয়র্কভিত্তিক মানবাধিকার সংগঠন হিউম্যান রাইটস ওয়াচ (এইচআরডাব্লিউ) গতকাল সোমবার এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে। প্রায় সাড়ে চার বছর ধরে তুরস্কে বসবাস করছে সিরীয় উদ্বাস্তুরা। এদের লেখাপড়ার ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় এবং তুরস্কের প্রতি অনুরোধ জানিয়েছে এইচআরডাব্লিউ।

সংস্থার উদ্বাস্তু অধিকার প্রকল্পের স্টিফেন পি বলেন, 'সিরীয় শিশুদের পড়াশোনার সুযোগ তৈরি করে দিতে না পারলে পুরো প্রজন্ম হুমকির মুখে পড়বে। উন্নত ভবিষ্যতের কোনো বাস্তব সম্ভাবনাই থাকবে না। এটি ইউরোপের ঝুঁকিপূর্ণ যাত্রার আশঙ্কাই বাড়িয়ে দেবে।'

জাতিসংঘের শরণার্থী সংস্থা গত সপ্তাহে জানিয়েছে, তাদের আশঙ্কা ছয় লাখ উদ্বাস্তু আগামী ছয় মাসে তুরস্ক থেকে গ্রিসের দিকে যাত্রা করবে। এইচআরডাব্লিউ জানায়, তুরস্কে উদ্বাস্তুদের কাজ করার অনুমতি নেই। ফলে তাদের পক্ষে শিশুদের স্কুল বা যাতায়াত খরচ বহন করা সম্ভব হয় না। আবার ভাষাও একটা সমস্যা। স্কুলে গেলে অন্য শিশুরা তাদের টিটকারি দেয় এবং সামাজিকভাবে মেলামেশাও একটা সমস্যা।

সব মিলিয়ে সিরিয়ার ভেতরে-বাইরে প্রায় ৩০ লাখ শিশু স্কুল থেকে ঝরে পড়েছে বলে জানিয়েছে জাতিসংঘের শিশুবিষয়ক সংস্থা ইউনিসেফ। একসময় দেশটির ১০০ ভাগ শিশু প্রাথমিক স্কুলে যেত।

২০১১ সালের মার্চ থেকে ৪০ লাখেরও বেশি সিরীয় দেশ ছেড়ে পালায়। আর এই গৃহযুদ্ধে নিহতের সংখ্যা আড়াই লাখ।

উদ্বাস্তুদের মধ্যে শুধু তুরস্কেই আছে ২২ লাখ। গত বছর সিদ্ধান্ত হয়, সিরীয় শিশুরা সরকারি স্কুলে যাবে। আর এর ব্যয়ভার বহন করবে বিভিন্ন দাতব্য সংস্থা। সিরিয়া থেকে স্কুলে যাওয়ার বয়সী সাত লাখ আট হাজার শিশু তুরস্কে রয়েছে। এর মধ্যে দুই লাখ ১২ হাজার শিশু প্রাথমিক বা মাধ্যমিক স্কুলে যাওয়ার সুযোগ পেয়েছে।

তুরস্ক এই উদ্বাস্তু সংকটে এরই মধ্যে ৭০০ কোটি ডলার খরচ করেছে। এর মধ্যে ২৫ কোটি ২০ লাখ ডলার ব্যয় হয়েছে শিক্ষা খাতে। সূত্র : এএফপি।